BENGALI SELECTIONS,

WITH

TRANSLATIONS AND A VOCABULARY.

BENGALI SELECTIONS,

WITH

TRANSLATIONS AND A VOCABULARY.

BY

GRAVES CHAMNEY HAUGHTON, M.A. F.R.S.

PROFESSOR OF SANSCRIT AND BENGALI IN THE HONOURABLE EAST-INDIA COMPANY'S COLLEGE.

LONDON:

PRINTED FOR THE AUTHOR,

By Cox and Baylis, Great Queen Street, Lincoln's Inn Fields,

And sold by KINGSBURY, PARBURY, and ALLEN, Booksellers to the Honourable East-India Company, Leadenhall Street.

1822.

TO

JAMES PATTISON, Esq. Chairman

WILLIAM WIGRAM, Esq. M. P. Deputy Chairman.

JACOB BOSANQUET, Esq.
Hon. WM. FULLARTON ELPHINSTONE,
JOSEPH COTTON, Esq.
CHARLES GRANT, Esq.
GEORGE SMITH, Esq. M. P.
EDWARD PARRY, Esq.
SWENY TOONE, Esq.
WILLIAM ASTELL, Esq. M. P.
JOHN INGLIS, Esq.
THOMAS REID, Esq.
JOHN BEBB, Esq.
CAMPBELL MARJORIBANKS, Esq.
JAMES DANIELL, Esq.
Hon. HUGH LINDSAY, M. P.
JOHN MORRIS, Esq.
ROBERT CAMPBELL, Esq.
JOHN GOLDSBOROUGH RAVENSHAW, Esq.
WILLIAM TAYLOR MONEY, Esq. M. P.
JOSIAS DU PRE ALEXANDER, Esq. M. P.
NEIL BENJAMIN EDMONSTONE, Esq.
JOHN LOCH, Esq.
CHARLES ELTON PRESCOTT, Esq.

DIRECTORS

FOR

MANAGING THE AFFAIRS

OF THE

Hon. United Company of Merchants of England

TRADING TO THE EAST-INDIES:

THIS WORK,

PREPARED UNDER THEIR PATRONAGE,

IS,

WITH GREAT DEFERENCE AND RESPECT,

DEDICATED BY

THEIR MOST OBEDIENT, AND

MOST HUMBLE SERVANT,

GRAVES CHAMNEY HAUGHTON.

East-India College, Hayleybury,
12th April, 1822.

PREFACE.

The present publication has been prepared with the same view as the Bengálí Grammar lately laid before the publick. The same desire to facilitate the acquisition of a language so useful, and so extensively spoken, has been the cause which led to the printing of these Selections. To render them easy, to those who have to study the language in this country, translations are given; and the whole is followed by a Vocabulary of the words.

A very slight inspection of the Vocabulary will demonstrate how much the Bengálí language is indebted to its parent the Sanscrit. Of words derived from this source, scarcely any but verbs and pronouns are in the least corrupted. Of foreign words the admixture is very slight, being, perhaps, not above one word in forty. Hence even a slight acquaintance with the Sanscrit, will be found to be of the greatest service to any one learning this language. The same remark is equally applicable to the other Hindu dialects.

In turning the stories into English, the intention has been rather to assist the Student than to supersede the necessity of referring to the Vocabulary for the sense of every word; and yet, owing to the difference of idiom between the Bengálí and our own language, a general adherence to the turn of expression in the original has been sufficient to cramp the English version. To have essentially varied from the literal sense of the text, for the sake of rendering the English more idiomatick and easy, would have defeated the object for which it was undertaken.

It

It is hoped however that the translations will answer the purpose for which they were designed, namely, to enable the industrious student to gain a right knowledge of the force of the original, but in such a way as to be subordinate to the indispensable habit of referring to the dictionary.

The choice of stories has been guided by the desire of affording a variety of styles; and as the popular work called *The Tales of a Parrot*, contains the best specimens of the colloquial language, more than half the stories have been drawn from that source.

Considerable difficulty presents itself in selecting prose subjects from the Oriental languages, to be put in the hands of beginners. The most simple narrations are evidently those which will be most readily understood, as the connexion and unity of design in such compositions are extremely favourable to their being easily comprehended. These requisites, therefore, are a matter of the first importance in languages so dissimilar in structure and genius from those of Europe. But works possessing these advantages afford in other respects but little interest, as they are such as have been written for the entertainment of the most limited capacities,—for the populace, or for children. Eastern history, though possessing the essential excellence of impartial veracity, as far as this quality can depend upon the historian, is seldom, if ever, written in a simple and chaste manner becoming the dignity of the subject: and their poetry is, from various causes, generally too difficult; the love of hyperbole and far-stretched metaphor, and the many recondite conceits with which it usually abounds, unfit it, particularly, as a help to rudimental instruction. Hence, in selecting stories there is scarcely any thing like an intermediate style; it is but one step from the extravagant inventions, which delight the vulgar, to the wide wastes of metaphysicks, or the subtilely

curious

curious and often vain distinctions of dialecticks. And even here the line is not very accurately drawn by their writers; for the very same collection of popular stories will often be found to embrace fictions only fit for the entertainment of childhood, and matters which frequently transcend the comprehension of the most profound reasoner: a peculiarity marking a people of strong, but undisciplined, imaginations, and familiarly prone to abstract speculations. Yet it would be particularly unfair to judge of the intellectual powers of any people by works confessedly written to amuse the vulgar.

Whatever tends to facilitate our intercourse with the Natives of India, must be conducive to their intellectual and moral improvement, as well as to their worldly happiness; and it therefore becomes a matter of paramount importance, that the Company's Servants should be well acquainted with the language that may be vernacular within the range of their duties. Such elementary works as the present acquire, under this point of view, a degree of consequence that is not to be estimated by their intrinsick merit. What is rudimental should be easy; and what possesses this indispensible requisite can scarcely be deserving of much critical severity. If these stories can be made the means of facilitating the acquisition of the language, every design intended by their publication is fulfilled; and any deficiency of elegance or taste, either in the authors or the translator, will, it is hoped, be fully compensated by the evident utility of the work.

East-India College, Hayleybury,
12*th April*, 1822.

CONTENTS.

THE TALES OF A PARROT.

FOUR STORIES TAKEN FROM THE COLLECTION

ENTITLED

THE STORIES OF THE THIRTY-TWO IMAGES OF VICRAMADITYA.

FOUR STORIES TAKEN FROM THE WORK

ENTITLED

THE TOUCHSTONE OF MEN.

॥ তোতইতিহাস ॥

॥ প্রথম ইতিহাস ॥

॥ ময়মুন্ জন্মও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ ॥

পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্‌সুল্‌তান্ নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল। এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজির্ থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এইকারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্‌সুল্‌তান্ ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্‌সুল্‌তান্ এক জন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরব্বী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজ

সভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন ৷ তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন ৷৷

আমদ্‌সুল্‌তান্‌ সেই বালকের নাম ময়মুন্‌ রাখিয়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন ৷ তাহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল ৷ প্রতি দিন তাহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান ৷ এক দিবস ময়মুন্‌ পাল্‌কিতে আরোহণ করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জুর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ৷ ময়মুন্‌ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক ৷ তোতা বিক্রেতা উত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে একসহস্র হূন্‌ ৷ ইহা শুনিয়া ময়মুন্‌ জবাব্‌ দিলেন যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাস কি এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে ৷ তৎক্ষণে তোতা বিবেচনা করিল যদি এই ধনবান বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবেক জ্ঞানী ও উত্তমেরদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় ৷৷

তোতা ইহাই ভাবিয়া জবাব্‌ দিল ও হে যুবা রূপবান উপযুক্ত ধনবান শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি এবং সৎকথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন আর

আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি তাহার প্রমাণ এই শুন। কাবল্ দেশহইতে সয়দাগর এই দেশে সম্বুল্ ক্রয় করিতে আসিবেন অত এব তুমি এই দেশের সম্বুল্ সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়ারাখহ তবে এই বাণিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা। ময়মুন্ তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হূন্ দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পরে ময়মুন্ ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক। সম্বুল বিক্রেতারা কহিলেক যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হূন্ হইবে। ময়মুন্ তৎক্ষণাৎআপন ভাণ্ডারহইতে দশসহস্র হূন্ দিয়া সকল সম্বুল্ ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন॥

তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল্ দেশহইতে সরদাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সয়দাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হূন্ দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল্ ক্রয় করিয়া লইয়া আপনারদের দেশে গমন করিলেন॥

ময়মুন্ তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকির ভর দূর্ হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই

পক্ষিকে একত্র রাখিলেন ৷ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন ২ জাতিতে প্রায় হয় তাহার নিদর্শন এই ৷

৷ কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত উড়ে ৷

অত এব তোতাতে আর সারিতে একত্র থাকিয়া উভয়ে তুষ্ট রহিল ৷৷

এক দিবস ময়মুন্ খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্য নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না ৷ এইরূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন্ বিদেশে গমন করিলেন ৷ ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না আর ভোজন করিতেন না ৷ তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিতেন ৷ এই মতে ষষ্ঠ মাস গত হইল ৷৷

পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতে ছিলেন ৷ ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমণার্থ ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং খোজেস্তা ও রাজপুত্রকে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন ৷ তাহার

পর রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারণ আমার বাটীতে আইসেন তাহার বদলে লক্ষ হূন্ মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দিব। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য নয় অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব॥

পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারী ও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক। ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা আর লজ্জা পাইবা। খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অত এব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীর হইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল॥

পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতে২ তোতার নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর মরণের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিলেক যে

যদ্যপি আমি সারীর মত বারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব। এই শঙ্কা প্রযুক্ত অতি কোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহিতেছে শুন খোজেস্তা সারী স্ত্রী পক্ষিণী কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলা সে অনুচিত করিয়াছ। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয় বিশেষ কথা সকল ইহারদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব এবং সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন যে এই সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ না করেন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়াছিল তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব। খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ফরোখবেগের তোতার ইতিহাস কিপ্রকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব ॥

পরে তোতা কহিতে লাগিল এক দেশে ফরোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন তাহার গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর২ দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং বাণিজ্যের কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন ॥

এথানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রণয় করিয়া প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে আপন বাটীতে আনিয়া গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত ৷ তোতা ইহারদের কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকেন সার্দ্ধবৎসরের পরে সয়দাগর বাটী আসিয়া বিস্তারিত সকল সম্বাদ তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোতা গৃহের আর ২ সমস্ত সম্বাদ সয়দাগরকে কহিল কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল্‌পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না তাহার কারণ এই কি জানি পাছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয় ৷ পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোল্‌পুত্রের যে বিষয় হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন এ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না ৷ অত এব জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না কেননা কস্তুরীহইতে সৌরভ নির্গত হয় ও প্রীতি বাক্যেতে প্রকাশ হয় ৷৷

তারপর সয়দাগর আপন গৃহিণীর উপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক মনে ২ অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল এই কারণ তোতা আমার স্বামির নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে ৷ অত এব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া এক দিবস অর্দ্ধরাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার সমস্ত পাথা উৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপণ করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গেয়াছে ৷ পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে

তোতা মরিয়া থাকিবেক ৷ কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রাণ অবশিষ্ট ছিল উপর হইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল ৷ এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল সেই স্থানে অনেক গোর ছিল তাহার এক গোরের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া নিত্য দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ত্তহইতে বাহিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐ স্থানে উপনীত হইয়া যে সামিগ্রী ভোজন করিত তাহার অবশিষ্ট যাহা থাকিত তোতা তাহাই ভক্ষণ করিত এবং গর্ত্তে যে জল থাকিত তাহাই পান করিত ৷ কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা বাহির হইল এক গোর হইতে দ্বিতীয় গোরে উড়িরা বসিতে পারিত এবং শস্য সকল খুঁটিয়া খাইতে পারিত ৷৷

যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃ কাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জুর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জুরেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপণ করিয়া অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন ৷ সেই স্ত্রী আলয়হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থলোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অত এর উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার

মধ্যে প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব ইহাই বুঝিয়া সয়দাগরের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যখন নিশা হইল তখন তোতা সুড়ঙ্গহইতে বাহির হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তোমার শরীর আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া চতুর্বিংশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিব ৷৷

সয়দাগরের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন যে কোন সত্যবাদী ঈশ্বর পূজক ব্যক্তির গোর হইবেক অবশ্য ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামির সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন তারপর সেই স্ত্রীলোক আপন মস্তকের কুন্তল ছেদন করিয়া কএক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন ৷ তারপরে এক দিবস তোতা কবরের সুড়ঙ্গহইতে বাহিরে আসিয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তুমি বিনাপরাধে আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ দিয়াছ ভাল যাহা আমার ললাটে ছিল তাহা তুমি করিয়াছ কিন্তু আমি তোমার অনেক লবণ ভক্ষণ করিয়াছি একারণ তোমার কার্য্যেতে আমি ভাল করিব এবং তোমার কর্ত্তার প্রীতে তোতা আমি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের সুড়ঙ্গহইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ মুণ্ডন কর তবে তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু আমি তোমার লবণ কটিরদিগে দৃষ্টি করিয়া

তোমার স্বামির নিকটে তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি ইহা যথার্থ কহিতেছি বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষণেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয় তাহা করিতেছি ॥

তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হউক ৷ সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে বট কোথাহইতে আসিলা ৷ কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা তাহা কহ এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিঞ্জরহইতে বিড়ালে লইয়া আপন উদর পিঞ্জরে রাখিয়াছিল ৷ সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পুনরায় কিরূপে বাঁচিলা ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলা তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া বিস্তর রোদন করিলেন অত এব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাহার অত্যন্ত কৃপাতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি সকল বিষয়ে সাক্ষী আছ অত এব সয়দাগরের নিকট যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও ৷ সয়দাগর ইহাই শুনিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন

করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি ভাল কার্য্য করি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ ৭ পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন ৭৷

ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন যে খোজেস্তা তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রাজ পুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার করার মিথ্যা হইবেক না ঈশ্বর করেন যেন এ সংবাদ তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব ৭ খোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন ৭ ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন অত এব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন ৭৷

॥ দ্বিতীয় ইতিহাস ॥

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ এই ॥

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া স্বর্ণ রূপ্যের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন ৷ শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্না হইও না আহ্লাদিত থাক আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট পঁহুছাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে তাহা তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দ্রাঢ্য করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদুরূপ রাজপুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা ৷ খোজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ ॥

শুক উত্তর করিল যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রীরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানাপ্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য

সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ওপণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুর দিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা তেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত হইল ৭ তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ কি কার্য্য কর ৭ সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি ইহা ব্যতিরেক আর ২ রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয় ৭ এবং খজেন্দর্ নামা এক জন ধনবান্ আছেন আমি কিছু দিবস তাহার নিকটে চাকর ছিলাম কিন্তু খজেন্দর্ আমার কিছু গুণবিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না অত এব আমি তাহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি ৭ মহারাজা তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদর্বারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকি দারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর ৭ পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন ৷৷

সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে ৭ এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিগে দৃষ্টি করিতে ২ নীচেতে দেখিলেন যে এক জন এক পাদে দাড়াইয়া রহিয়াছে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন

তুমি কে বট অৰ্দ্ধ নিশাতে কিকারণ এক পদে দাড়াইয়া আছ ৷ চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইল্যাম ৷ রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্ণকুহরে পঁহুছিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে ৷ ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে চৌকিদার এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জানহ ৷ চৌকিদার উত্তর করিলও মহারাজ কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকিতেকারণ গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নিশ্চয় জানিয়া তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি ৷ রাজা কহিলেন শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আনহ ৷ চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন ৷৷

পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন ৷ চৌকিদার সেস্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি আমাকে কে ফিরাইবেক ৷ ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ ৷ সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক যে

আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তী রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে অত এব আমি যাইতেছি ৷ চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি রাজার পরমায়ু এখন তুমি কিরূপে বাঁহড়িয়া থাকিবে ৷ প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন কদাচ শীঘ্র মরিবেন না ৷৷

চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি ৷ ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক ৷ তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া উত্তব করিল যে রাজা তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজা পালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান এ বড় উত্তম প্রকরণ কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন তাহার দুষ্টতাতে সহস্র ২ লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরাণ হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র ২ প্রজালোকেরদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ্ হইবেক ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজ সমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে

নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না ৷ ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে অত এব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর ৷ তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ড হইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া ষষ্ঠি শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন ৷ চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল ৷৷

চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ৷৷

চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হউক ৷ তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ও হে চৌকিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা ৷ চৌকিদার কহিলেক মহারাজ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক ৷ এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে

বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে ৷ আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর ষষ্ঠি শত বৎসর কোথাও যাইব না ৷৷

রাজা চৌকিদারের উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা সেই সময় আমি ও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূর হইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান্ করিব ৷ তার পর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর্ হইলেন এই সময় রাজা তাহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধনবাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন ৷৷

তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল একারণ সেই দিবস খোজস্তার যাওন হইল না ৷ খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রত ছিলেন অত এব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন ৷৷

॥ তৃতীয় ইতিহাস ॥

স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা ॥

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র উদয় হইল তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ শীঘ্র যাও কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে তবে তুমি তাহার কি করিবা যেমত স্বর্ণকার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল ৷ খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কিমত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত কহ ॥

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল যে সকল লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত ৷ পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচপত্র হীণ

হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণ বিগ্রহ আছেন অত এব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক আর ২ ব্রাহ্মণেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন দুই এক জন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয় নিকট গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ত্যাগ করিলে তাহারা উত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মণ আসিয়া যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছেন তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি। এই প্রকারে ক্রমে ২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন ॥

পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন ২ বাটীতে আসিলেন। এক রাত্রে স্বর্ণকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে উঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক। পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে ও হে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা সে ধন কত কাল

ভোগ করিবা ৷ ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইলেক ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেক যে ও হে স্বর্ণকার যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে ভাল ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল ৷ তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত রহিল ৷৷

কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক এবং ভালুক বৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসেরদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন্ আর আস্তিন্‌হইতে ভক্ষ্যীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত ৷ সূত্রধর দেখিলেক যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীকে স্বর্ণকারকে এবং আর ২ প্রতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিলেক ৷ স্বর্ণকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আসিলেক ৷ অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালুক বৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালুক বৎসের ন্যায় হইল এ বড় খেদের বিষয় স্বর্ণকার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে

যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে কহিলেক যে ও হে সূত্রধর মনুষ্য কখন ভালূক হয় না এ তোমার মিথ্যা কথা ॥

শেষে স্বর্ণকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচার কর্ত্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি সূত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন যে মনুষ্য কিরূপে ভালূক হইল তাহা কহ ৷ সূত্রধর উত্তর দিলেক যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালূকবৎসের ন্যায় হইল ৷ ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি ৷ সূত্রধর কহিলেক যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল বালকেরা যদি ভালূক হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক এবং আমার কথাও সত্য হইবেক যদ্যপি না হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক না ও তাহার নিকট যাইবেক না সূত্রধরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ৷ পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালূক বৎসেরদিগকে আনিয়া কাচারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক সেখানে বিস্তর লোক ছিল কিন্তু ভালূক বৎসেরা আর কাহার নিকট না যাইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া খেলা করিতে লাগিল কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ও হে স্বর্ণকার আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালূকবৎসের আকৃতি

হইয়াছে উহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ ॥

অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক যে তোমার অংশ দি নাই একারণ তুমি এই প্রকার করিয়াছ এথন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ ৷ সূত্রধর কহিলেক যে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে আর কথন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালুক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাকার হইবেক পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ বুঝিয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক ॥

তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহনা লয় তবে কি করিবা ৷ ইহা শ্রবণ করিয়া খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল অত এব সে দিবস যাওন হইল না ॥

॥ চতুর্থ ইতিহাস ॥

এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা ॥

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর উদয় হইলেন সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া কহিলেক যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ আমি রাজ পুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুঃখেতে বড় দুঃখিত আছি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রভাত কর কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া বড় লজ্জিত হইবা যেমন এক প্রধান লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল তদ্রূপ পাছে তুমি ও হও ৷ ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই প্রধান লোকের বালকের উপাখ্যান কিপ্রকার তাহা কহ ৷ পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল ॥

এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা

হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক যে স্বামী কেন তুমি বিদেশ যাও না এবং কি জন্যে চাকুরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা স্বামি জবাব দিলেক যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন এ ভাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয় তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কথন রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন ৷৷

এক দেশে এক যোগী ছিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহণ করাইয়া আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া বন ২ ভ্রমণ করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল। সীপাই জিজ্ঞাসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা কহ ৷৷

সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে এক বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল। হস্তী অকস্মাৎ সেহ তরুতলে আসিয়া যখন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তখন সে পুরুষ আমারির মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে নীচে আইল

এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া আমারিহইতে বাহির হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া দুই জনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক বিছানাতে বসিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিলেক ৷ তারপর সে কন্যা গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কড়চহইতে বাহির করিয়া আর এক গ্রন্থি দিলেক ৷ ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি ৷ কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতেছেন যেন আমি ভ্রষ্টা না হই কিন্তু আমার স্বামির এত সাবধানতাতে ও আমি এক শতপুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া স্মরণার্থে এই রজ্জুতে একশত গ্রন্থি দিয়াছিলাম অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা দিলাম মোটে একশত এক গ্রন্থি এই রজ্জুতে হইল ৷৷

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিল তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি বল ৷ সেই ভার্য্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকুরি করহ এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক তখন জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক ৷ সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে

যাইতে ইচ্ছা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিলেক ॥

অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত । হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং ধনবানেরদের ও হস্ত প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে । সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি । তারপর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন । সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি কোন মতে ভ্রষ্টা হই নাহি যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে । আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অত এব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাইতেছে ॥

পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী

এবং বোদ্ধা ছিল তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে ধনবানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর তবে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকে কি শুষ্ক হয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব ৷৷

সূপকার সেই ধনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল সে স্থানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমাচার পঁহুছাইল সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি আমার উপযুক্ত বটে কি না। পরে কুট্টনী সেই সূপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপায়ের বাটী লইয়া গেল। পরে সীপায়ের স্ত্রী সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষণে এ বাটীহইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ যে ঐ স্ত্রী লোক আমার উপযুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তারপরে প্রকাশ হয় অত এব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না। সূপকার এই কথা পসন্দ্ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেক ৷৷

সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে ছাওয়া এক খট্টা তাহাতে এক চাদর্ বিছাইয়া

সূপকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক । পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক কহ হে মনুষ্য তুমি কে বট কোথাহইতে আসিয়াছ সূপকার অনুপায় দেখিয়া সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক ॥

পরে সূপকার এইরূপ আপদ্গ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না আমিরের তনয় সূপকারের যাওনের বিলম্ব হওযাতে দ্বিতীয় সূপকারকে বিস্তর ধন দিয়া সয়দাগরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন । পরে দ্বিতীয় সূপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কূপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল ইহারদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না অত এব এইক্ষণে আমি সেখানে গেলে ভাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপায়ের দেশে পঁহুছিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল । এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা বেশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক ॥

পরদিবস সীপাই আমির পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া

অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপহইতে বাহির করিয়া কহিলেক যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন অত এব তোমরা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাহারদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব ৷ দুই জন সূপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকেরদিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল এ জন্যে আমিরের পুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেক যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ ৷ সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে ঘাইট কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব ৷ পরে আমিরের পুত্র অতি নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন যে সেই সূপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল এবং আমির পুত্রের পাদাবনত হইল ৷ ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী ঘরেহইতে কহিলেক যে ও হে আমিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী ৷ আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর ৷৷

তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে

কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও নতুবা লজ্জা পাইবা যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিণীর নিকট লজ্জিত হইলেন ৷ পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা করিতে কুক্কুত রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ সে দিবস খোজেস্তা যাইতে পারিলেন না ॥

॥ পঞ্চম ইতিহাস ॥

এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়াছিল তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রকাশ হইলেন তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই ৷ তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী তোমাকে প্রতি রাত্রিতে বিদায় করি কি কারণ তুমি গৌণ করিতেছ ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে স্বর্ণকার সূত্রধর দরজি আর উদাসীন এই চারি ব্যক্তিতে যেমন কলহ হইয়াছিল কিন্তু কাহার কিছু ফল হইল না পাছে সেইরূপ হয় ৷ ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন যে এই চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল তাহা কহ ॥

তোতা কহিলেক যে এক কালে এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক উদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্র বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল এবং তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অত এব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা সেই চারি জন বিবেচনা করিল ৭ প্রথম প্রহর সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর করিবার কারণ বাইস বাহির করিয়া এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহাহইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিল ৭ দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্ণকার নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপন চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া অনুমান করিলেক যে সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বিনা অলঙ্কার পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অত এব পুত্তলিকার কর্ণ গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বর্ণকার ইহাই বিবেচনা করিয়া দিব্য আভরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক ৭ যখন তৃতীয় প্রহর হইল তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকি দিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু উলঙ্গ দাড়াইয়া রহিয়াছে ৭ পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় উত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাইলেক তাহাতে বড় রূপ লাবণ্য হইল ৭ অনন্তর উদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা

যোগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া আপন হস্তপাদ প্রক্ষালণের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে ভগবান্ এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাতে প্রাণ দেও। তৎক্ষাৎ ঈশ্বর প্রাণ দিলেন। পরে কাষ্ঠ মূর্ত্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল॥

যখন নিশা অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই মূর্ত্তির উপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন। পরে সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দারু চ্ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম অত এব এই স্ত্রী আমার আমি লইব। স্বর্ণকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে এই জন্যে এই স্ত্রী আমাকে অর্শে। দরজি কহিলেক যে কন্যা উলঙ্গ ছিল আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া পরাইয়া লজ্জা রক্ষা করিয়াছি একারণ এই নারীকে আমি পাইব। উদাসীন কহিলেক যে কাষ্ঠ পুত্তলিকা ছিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য হইয়াছে অত এব এই স্ত্রীলোককে আমি গ্রহণ করিব॥

এইরূপে ইহারদের চারি জনে পরস্পর বিবাদ হইতেছিল ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক জন সেই খানে উপস্থিত হইলে তাহারা চারি জন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক। সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ তারপর সেই

পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল ৷ তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ ৷ তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল ৷ কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস্ আর নগদ্ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম কিন্তু সে সব অর্থ আর সামগ্রী কোথা তাহা তোমরা এক্ষণে আনিয়া উপস্থিত করহ ৷৷

এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে কৌতুক দেখিবার কারণ বিস্তর মনুষ্য আইল তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল সে কহিলেক এ কলহ কাহার হইতে নিষ্পত্তি হইবেক না ফলানা দেশে এক পুরাতন বৃহৎবৃক্ষ আছে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত কি মিথ্যা এই শব্দ তাহা হইতে বাহির হয় ৷ ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল ৷ পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ণ হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল এবং কন্যার গাত্রের গহনা

আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল ৷ পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্তু তাহাতে মিলন হইল ৷ শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল ৷৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা অত এব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তোমার বন্ধুর কাছে যাও ৷ খোজেস্তা তোতার কথনানুসারে উঠিয়া গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল ৷৷

৷৷ ষষ্ঠ ইতিহাস ৷৷

কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল ৷৷

যখন সূর্য পশ্চিম দিগে অস্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগে উদয় হইলেন সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষণেতে ভূষিতা হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে উপন্যাস কহিতে দুঃখ দি এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাও না একারণ আমি বড় লজ্জিতা আছি আর তোমার অনুগ্রহের

প্রতিষ্ঠা কহনের আধিক ৷ ইহাই শুনিয়া তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই রায় রাঁয়া নামে এক জন ছিলেন তাহার উপাখ্যান শুনিয়াথাকিবা সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকটে অতিশীঘ্র পঁহুছাইব ৷ পরে খোজস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায় রাঁয়ার গল্প কি প্রকার তাহা কহ ৷৷

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের রাজার অতি সুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল ৷ অকস্মাৎ এক ফকির সেহ কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসক্ত হইয়া মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল ৷ যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত তখন মনে বিচার করিত যে আমি ফকির তিনি রাজকন্যা আমি কিছু তাহার সমান ব্যক্তি নয়ি এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে ইচ্ছা করি কখন চাওর করে যে রাজার আর দীনের প্রীতি এক সমান অত এব রাজাকে কহিলে কন্যাকে পাইব ৷৷

ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া কএক দিবসের পর রাজনকিটে কহিয়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও ৷ রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ দেও ৷ মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয় যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন উপায়েতে এ নগরহইতে দূর করিয়া দি ৷ রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর ৷ অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল

যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজ কন্যাকে পাইবা ॥

ফকির ইহাতে অতিচেষ্টিত হইয়া যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে উপায় জিজ্ঞাসা করে ৷ এক ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির তোমার যাচঞা আর কাহাহইতে পূর্ণ হইবেক না রায় রায়াঁ নাম্নে এক জন দাতা আছেন তাহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা তুমি পাইবা ৷ ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া রায় রায়াঁর সন্নিধানে পঁহুছিয়া আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া এক হস্তির ভার স্বর্ণমুদ্রা যাচঞা করিলেক ৷ রায় রায়াঁ তৎক্ষণাৎ এক হস্তিতে স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন ৷ ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট পঁহুচাইলেক ৷ রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন যে উপায় তুমি কহিয়াছিলা তাহাতে কিছু হইতে পারে না কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থিত করিয়াছে এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক বুঝি রায় রায়াঁ দিয়া থাকিবেন তাহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এমত নাহি যে এত দান করে এখণ আর কোন উপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিৎ পাইবা না ৷ ফকির জিজ্ঞাসিলক যে আর কি চাহ তাহা কহ আমি দিব ৷ পরে মন্ত্রী কহিলেক যদি তুমি রায় রায়াঁর মস্তক আনিয়া দেও তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা ॥

ফকির ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার রায় রায়াঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার মস্তক রাজা চাহিয়াছেন ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব ৷ রায় রায়াঁ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ আমার মস্তকের কারণ একান্ত ভাবিত হইও না কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি যে চাহে তাহাকে দিব অত এব এক পরামর্শ তোমাকে কহি তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও এবং তাহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা তাহাকে আনিয়াছি তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল্ করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমার শরীর হইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা যদি মস্তক না লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব ৷৷

ফকির সেইরূপ রজ্জু দিয়া রায় রায়াঁর গলা বন্ধন করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়াছিলা আমি তাহাকে সশরীরে আনিয়াছি বলতো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি ৷ পরে রাজা রায় রায়াঁর পুরুষার্থ দেখিয়া তাহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্বেতে ও শূরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই আমার কন্যা তোমার ক্রীতা দাসী তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায় রায়াঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন ৷৷

তোতা রায় রায়াঁর এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মস্তকেতেও তোমার প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও ৷ তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারণ সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধ হইল ৷৷

৷৷ সপ্তম ইতিহাস ৷৷

এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা ৷৷

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাইয়া ভাবিতা হইয়া বসিলেন ৷ তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন অদ্য রাত্রিতে ভাবিতা আছ ৷ খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্ব্বোধ ও পণ্ডিত কি মূর্খ তাহা বিবেচনা করিব যদি নির্ব্বোধ হন তবে তাহার সহিত বাস করিব না ৷ কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয় ৷ তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া তাহার বুদ্ধি বিবেচনা কর তিনি

যদি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কন্যার কথা কি প্রকার তাহা কহ॥

তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে কাবল্ দেশে ধনবান এক সয়দাগর ছিলেন তাহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগরের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত কিন্তু সয়দাগর সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে উপযুক্ত ও বিদ্বান পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল। এই রব শুনিয়া এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রেতে অতিবিদ্বান ছিল তাহারা তিন জন কাবল নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যা বিদ্বান স্বামী চাহেন ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন আসিয়াছি আমারদের বিদ্যার পরিচয় লওন। এক জন জ্যোতিঃ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত যাহা হারায় যে স্থানে থাকে ও যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন। দ্বিতীয় জন শিল্প শাস্ত্রে বড় বিদ্বান এমন কাষ্ঠের অশ্ব নির্ম্মাণ করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহণ হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে সেই খানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পঁহুছিতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি তীরন্দাজীতে অতি উপযুক্ত যাহাকে বাণ মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করি তাহাতে তাহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম। ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুণ। সয়দাগর ঐ তিন

ব্যক্তির গুণের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন পরে কন্যা উত্তর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া কল্য ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক যে ইহারদের মধ্যে এক জনকে গ্রহণ করিব ৷ পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে ছিল ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্ব্বতের মধ্যে লইয়া গেল ৷ প্রাতঃকালে সয়দাগর কন্যাকে এত অন্বেষণ করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ও হে যুবা কহ আমার কন্যা কোথায় সেই পুরুষ মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্ব্বতে রাখিয়াছে সে পর্ব্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না ৷ পরে সয়দাগর সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরন্দাজককে আরোহণ করাইয়া সেই পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন ৷ পরে তীরন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহণ করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া এক বাণেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে সয়দাগরের বাটীতে আনিলেক এবং সয়দাগরকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে অত এব আমি এ কন্যাকে পাইব শিল্পকার ও বলিল যে আমার গঠিত অশ্বে আরোহণ হইয়া সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া কন্যাকে আনিল্ল এ জন্যে আমি তোমার কন্যাকে পাইব ৷ এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল ৷৷

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেন যে এই

উপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিও যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে তাহাকে বুদ্ধিমান্ জানিবেন ৷ ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি আমাকে অগ্রে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে অর্শিবেক তোতা উত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক ৷ খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি গণনা করিয়াছিল এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা কেন না পায় ৷ তোতা কহিলেক যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিল তীরন্দাজ মরণ ভয় না করিয়া অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া বহু ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে আনিয়াছিল এই হেতুক সেই পাইবেক ৷৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও ৷ পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না ৷৷

॥ অষ্টম ইতিহাস ॥

বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইল খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া প্রথম তাহার বুদ্ধি বিবেচনা করি তিনি বুদ্ধিমান বটেন কি না ৷ যদি বুদ্ধিমান দেখি তবে তাহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃখ পাইয়া থাকিব কেননা জ্ঞানিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিন প্রকার লোকের প্রণয়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে ৷ পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি এ সকল প্রকৃত আজ্ঞা করিতেছ কিন্তু তোমার উচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাহাকে উত্তর জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি তোমার মনোনীত উত্তর দেন তবে তুমি তাহাকে জ্ঞানী জানিও নতুবা নির্ব্বোধ জানিও ৷ পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহাকে আমি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব তাহা কহ ॥

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে বাবলের রায়ের তনয় এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়রূপ